ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

উন্নয়নের গনতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৮ তম জরুরী কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	২৭ আষাঢ় ১৪২৪ ১১ জুলাই, ২০১৭
সময়	:	সকাল ১০.৩০ টা
স্থান	:	নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, গত ৩ জুলাই ২০১৭ থেকে ডিএনসিসি মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম দ্বিগুন করা হয়েছে। বর্তমানে মশক নিধন কার্যক্রম ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি পরিস্থিতি উন্নয়নসহ নগরীতে চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে সম্মানিত কাউন্সিলরসহ ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার আহ্বান জানান। ডিএনসিসি গত ০৫ বছরে মশক নিধন কার্যক্রম তার বার্ষিক বাজেটের পরিমান ০৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৬ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে মর্মে তিনি অবহিত করেন। মশক নিধনে সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ গৃহীত পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সম্প্রতি আমিন বাজারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জমি উচ্ছেদ পূর্বক পনরুদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারী সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড-৯ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আবুল হোসেন'কে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২১/০৬/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২১/০৬/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	সর্বসম্মতিক্রমে ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণীর দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০২.	১৬তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৬তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
০৩.	১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৪.	চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বলেন, মশা নিধনকল্পে প্রতি ওয়ার্ডে ৫টি করে ফগার মেশিন ও পর্যাপ্ত ঔষধ সকল সম্মানিত কাউন্সিলবৃন্দের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। মশক কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন কাজের অগ্রগতি প্রতিদিন সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নিকট পেশ করছে। প্রতি ওয়ার্ডে ০৫টি ফগার মেশিন দিয়ে প্রতিদিন ২ বার করে মোট ১০ বার মশার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তাছাড়াও এডালডিসাইড দমনের জন্য প্রতিদিন ৬ বার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। এ পর্যায়ে চলমান এই কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য তিনি কাউন্সিলরবৃন্দকে আহ্বান করেন। ওয়ার্ড-০৭ এর সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবোশ্বের চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া অনেক স্প্রে-ম্যানের কাজের দক্ষতার অভাব রয়েছে। আঞ্চলিক অফিস থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে মশার ঔষধ বিতরণ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওয়ার্ড-৩২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান বলেন, ডিএনসিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত মশার ঔষধের গুনগত মান নিয়ে জনমনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। ক্রাশ প্রোগামে পর্যাপ্ত পরিমান মশার ঔষধ ছিটানো হলেও মশার প্রকোপ আশানুরূপ কমছে না। মশার ঔষধের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ড্রেনের খোলা পিট/স্লাব জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/পুনঃ নির্মাণের অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী মশার ঔষধের গুনগতমান পরীক্ষায় ল্যাবরেটরির "ভিত্তি পরিবেশ" এবং "নগরীর উন্মুক্ত পরিবেশের" মধ্যে পার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। ল্যাবরেটরির বদ্ধ ঘরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মশার ঔষধ ঢাকা শহরের উন্মুক্ত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে। যে কারনে পর্যাপ্ত মশার ঔষধ ছিটানো হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে তিনি মশার ঔষধের গুনগতমান এর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সভাপতি এ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য উক্ত সভায় আমন্ত্রিত ড.তৌহিদ উদ্দিন আহমেদকে অনুরোধ জানান। ড. তৌহিদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চিকুনগুনিয়া রোগের জন্য এডিস মশা দায়ী। বর্তমানে ব্যবহৃত মশার ঔষধের বিরুদ্ধে কিউলেক্স মশা তার রেজিসটেন্স বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা মশার ঔষধসহ যে কোন ঔষধের সংস্পর্শেই মারা যায়। এক্ষেত্রে এডিস মশা বিস্তার রোধে তিনি নির্মানাধীন বাড়ীর চৌবাচ্চাসহ বাড়ির আঙ্গিনায় স্বচ্ছ পানির পাত্র/আধারসমূহে যেখানে ৩দিনের বেশী সময় পানি সংরক্ষিত থাকে সেখানে মশার ঔষধ ছিটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমন্ত্রিত অতিথি কীটতত্ত্ববিদ ড. মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, চিকুনগুনিয়া রোগীদের মশারী টাঙ্গিয়ে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাওয়া যায় এমন মশারীর (যে মশারীতে মশা বসলে মশা মরে যায়) সহজলভ্যতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ম্যালেরিয়ার বিস্তাররোধে এ মশারীর ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া, মশার ঔষধের গুনগত মান উৎপাদন পর্যায় থেকে সংরক্ষণ পর্যায়সহ বিতরণ পর্যায়ে কোন পার্থক্য হয় কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ওয়ার্ড নং-১১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান মশার ঔষধ ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে বিতরণের সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাড়ির আঙ্গিনা ও পার্শ্ববর্তী জায়গায় ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, পরিত্যাক্ত পাত্র অপসারণসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাড়ির মালিককে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ওয়ার্ড নং-২৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শেখ মজিবুর রহমান বলেন, মশার ঔষধে মশা নিধনের কাজ হচ্ছে। স্প্রেম্যানরা যেহেতু সপ্তাহে ৬দিন কাজ করে তাদের তদারকির জন্য ওয়ার্ড সচিবদেরও সপ্তাহে ৬দিন কাজ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।	১। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারনা চালাতে হবে। ২। চিকুনগুনিয়া বিস্তার রোধে বাড়ীর আঙ্গিনা ও মেথর প্যাসেজসহ আশে-পাশের চলাচলের রাস্তা পরিস্কার রাখার নিমিত্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সমন্বয় করে প্রচলিত বিধি বিধান উল্লেখ পূর্বক জনসাধারণ'কে জ্ঞাত করার লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ওয়ার্ড সচিবদের শুক্রবার ব্যতিত প্রতিদিন অফিস করতে হবে। ৪। স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজের গাফিলতির জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরগন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৫। রাস্তার ড্রেনের খোলা পিট/স্লাব জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহযোগিতা করার জন্য পরিবহন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় গাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭। মশার ঔষধের গুনগত মান উৎপাদন পর্যায় থেকে সংরক্ষণ পর্যায়সহ বিতরণ পর্যায়ে কোন পার্থক্য হয় কিনা তা নিরূপন করতে	• সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) • সভাপতি, মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি • প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) • সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর আলেয়া সারোয়ার ডেইজি ও সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর শাহানাজ পারভীন মশা নিধনের সমন্বিত উদ্যোগ আরও জোরদার করার আহ্বান করেন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চিকুনগুনিয়া রোগের প্রার্দুভাব রোধে ডিএনসিসি কর্তৃক গৃহীত নিম্নরূপ কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। ১। <u>সোর্স রিডাকশনঃ</u> (ক) মশার নিম্নোক্ত প্রজনন স্থল ধ্বংস (Breeding Place Destroy) করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জনসচেতনতামূলক প্রচারণা যেমনঃ লিফলেট, পোষ্টার, মাইকিং, র‍্যালী ও পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রদান করা হয়ঃ ১. ঘরের ফ্রিজ ও এসির ট্রে, ফুলের টব, সানশেড ও ছাদে জমে থাকা পানি ৩ দিন পর পর পরিস্কার বা অপসারণ করা। ২. বাসার আঙ্গিনা এবং আশে পাশের পরিত্যক্ত টায়ার, ভাঙ্গা হাড়ি ও বোতল, ক্যান, ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, প্লাষ্টিকের বোতল, পলিথিন ব্যাগ, গাছের কোটর, বিদ্যুতের ভাঙ্গা বাতি ইত্যাদি অপসারণ/ধ্বংস করা। (খ) ১. কচুরিপানা, জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা পরিস্কার (ডিএনসিসি কর্তৃক) করা। ২. বিভিন্ন সংস্থা যেমন ওয়াসা, রাজউক, রেলওয়ে, টিএন্ডটি এবং সিভিল এভিয়েশন-কে তাহাদের জলাশয়ের কচুরিপানা, জলজ আগাছা ও আবর্জনা পরিস্কারের জন্য পত্র প্রেরন। (তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৬) ২। <u>কেমিক্যাল অ্যাকশানঃ</u> (ক) লার্ভিসাইডিং:- সকাল-৮.০০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত হস্তচালিত এবং হুইল মেশিনের সাহায্যে লার্ভিসাইডিং করা হয়। (খ) ম্যালেরিয়া ওয়েল'বিঃ- সকাল-৮.০০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত হস্তচালিত মেশিনের সাহায্যে লার্ভিসাইডিং করা হয়। (গ) ফগিং/উড়ন্ত মশা নিধন কার্যক্রমঃ- সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা আগ থেকে সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা পর পর্যন্ত ফগার মেশিনের সাহায্যে উড়ন্ত মশা নিধন করা হয়। (ঘ) মশক নিধন বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনাঃ- ▯ ২১-২৭ মে ২০১৭ - ১ সপ্তাহ ▯ ১৭-২২ জুন ২০১৭ -১ সপ্তাহ ▯ ০৩-১৬ জুলাই ২০১৭ (চলমান) - ২ সপ্তাহ ৩। <u>জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমঃ-</u> (ক) মাইকিং- প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ টি করে মাইক - ৬ দিন (১৭-২২ জুন ২০১৭) (খ) লিফলেট বিতরণ- বাড়ি বাড়ি এবং জনবহুল স্থানে (৫০ হাজার) (গ) পোষ্টার বিতরণ- জনসাধারনের মধ্যে (২ হাজার) (ঘ) সচেতনতামূলক র‍্যালী- প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে । (ঙ) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন- প্রতি সপ্তাহে ১ টি পত্রিকা। (মে ২০১৭ চলমান) (চ) বিভিন্ন টিভিতে জনসচেতনতামূলক স্ক্রল প্রচার। (জুলাই ২০১৭) (ছ) ডিএনসিসি এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচারনা। (জুন ২০১৭ হতে চলমান) (জ) স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে সকল অঞ্চল ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে সচেতনামূলক সভা ও র‍্যালী। (ঝ) ডিএনসিসি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোঃ নাসিম এমপি এর উপস্থিতিতে অঞ্চল-৫(কাওরান বাজার) এ ২৭ নং ওয়ার্ড এর আওতাধীন শের- ই-বাংলা নগর এলাকায় জনসচেতনতামূলক র‍্যালী ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। (ঞ) ডিএনসিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৪৮টি স্থানে জনসচেতনামূলক র‍্যালী ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ৪। <u>জরিপঃ</u> ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকরণ এবং সে সকল স্থানে বিশেষ লার্ভিসাইডিং ও ফগিং কার্যক্রম পরিচালনা (জরিপ ১-৫ জুন ২০১৭)। ৫। <u>কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধিঃ</u> কীটনাশক ছিটানোর পরিমান দ্বিগুন করা	হবে। ৮। মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে প্রয়োজনে প্রতি ওয়ার্ডে আরো ০২(দুইটি) করে ফগার মেশিন সরবরাহ করা হবে।	

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হয়েছে (২২ জুন ২০১৭ থেকে)। ৬। **সম্মানিত কাউন্সিলরগণের নিকট লজিস্টিকস হস্তান্তরঃ** মাঠ পর্যায়ে কাজের সুবিধার জন্য লজিস্টিক এবং কীটনাশক সমূহ (ফগার মেশিন, হস্তচালিত মেশিন এবং কীটনাশক) অঞ্চল থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানান্তর করা হয়েছে(১ লা জুলাই ২০১৭ থেকে)। ৭। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সভায় কচুরিপানা, জলজ আগাছা ও ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন (তারিখঃ ০৭/১১/২০১৬)। ৮। **খোঁড়াখুঁড়ি জনিত জমে থাকা পানি নিস্কাশনের জন্য উদ্যোগঃ** বর্ষা মৌসুমে যততত্র খোঁড়াখুঁড়িজনিত কারণে জমে থাকা পানি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিস্কাশনের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ কে পত্র প্রদান। (তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৭) ০৯। **ড্রেন পরিস্কার ও সচল রাখার জন্য পত্র প্রদানঃ** ডিএনসিসি এলাকায় ড্রেন পরিস্কার ও সচল রাখার জন্য বর্জ্য বিভাগ কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান। (তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৭) ১০। **বস্তি ও টংঘর ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট মশার প্রজননস্থল উচ্ছেদ/অপসারণের পত্র প্রেরণঃ** অস্বাস্থ্যকর ও মশার প্রজননস্থল সৃষ্টি করা টং ঘর, বস্তি এবং পানির উপর নির্মিত দোকান উচ্ছেদ/অপসারণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে পত্র প্রদান। (তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৭) ১১। বাড়ীর ভেতরের আশে পাশের এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাড়ীর মালিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা জন্য রিহ্যাব বরাবর পত্র প্রদান ১২। নাগরিকদের সচেতন করার নিমিত্তে সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে পত্র প্রদানের জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে পত্র প্রদান। ১৩। **মশক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মিটিং:** ডিএনসিসি'র মশক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মিটিং। (তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৬, ১৫/০১/২০১৭ ও ০৬/০৭/২০১৭) ১৪। **সমন্বয়ঃ-** (ক) মেয়র মহোদয় এর উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর (ওয়ার্ড নং- ০৭ এবং ১১), সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে মশক নিয়ন্ত্রণ ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সভার আয়োজন। (তারিখঃ ২২/০৬/২০১৭) (খ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উর্ধ্বতন কীটনিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয় মিটিং। (তারিখঃ ০৪/০৭/২০১৭) (গ) স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সময় সময় প্রয়োজনীয় সমন্বয়/পরামর্শ। ১৫। **তদারকীঃ** নগর ভবন থেকে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ও অঞ্চল হতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ে তদারকী। ১৬। **জাতীয় নির্দেশিকা প্রস্তুত করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণঃ** চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধকল্পে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় নির্দেশিকা (National Guidline) প্রস্তুত ও সরবরাহকরণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ডিএনসিসি'র স্বাস্থ্য বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ। ১৭। **কন্ট্রোল রুমঃ** (ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে কন্ট্রোল রুম চালু করণ।		

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) ডিএনসিসি'র অঞ্চল পর্যায়ে টেলিফোনে নগরবাসীর জন্য পরামর্শ প্রদান। সভাপতি চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারনা চালাতে হবে। চিকুনগুনিয়া বিস্তার রোধে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সমন্বয় করে প্রচলিত বিধি বিধান উল্লেখ পূর্বক জনসাধারণ'কে জ্ঞাত করার লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ওয়ার্ড সচিবদের শুক্রবার ব্যতিত প্রতিদিন অফিস করতে হবে। স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজের গাফিলতির জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরগন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাস্তার ড্রেনের খোলা পিট/স্লাব জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহযোগিতা করার জন্য পরিবহন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় গাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।		
০৫.	কোরবানীর ঈদ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম।	আসন্ন ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে যত্রতত্র কোরবানীর পশু জবাই না করা এবং দ্রুত কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের নিমিত্তে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক কোরবানীর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করে একটি অগ্রীম ''চেক লিষ্ট'' তৈরি করা হয়েছে, যা সাচিবিক দপ্তর কর্তৃক স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.১২.০০.০৯৭.২০১৭-৬৮৯, তারিখঃ ২৩/০৫/১৭ মারফত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ শাখা/অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অগ্রীম কর্মসূচী হিসেবে বিস্তারিত ''চেক লিষ্ট'' বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল শাখায় স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.১২.০৯৭. ২০১৭-১৩৩১, তারিখঃ ৬/৬/১৭ মারফত প্রেরণ করা হয়েছে। বর্জ্য অপসারণ কাজে ব্যবহার যোগ্য এবং পশু জবাইয়ের স্পট পরিস্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের জন্য স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০৪৫.৯৯.৭৩৩(১).১৭-১২২০, তাং ২৩/৫/১৭ খ্রিঃ মারফত ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত গত ১৩/৪/২০১৭ খ্রিঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে ''আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিত করণ'' শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়েছে। উহার অংশ হিসেবে নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করা এবং যত্রতত্র কোরবানীর বর্জ্য না ফেলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে প্রচারণা চালানোর নিমিত্ত ইতোমধ্যে এনজিও প্রতিষ্ঠান আকিজ বেভারেজ লিঃ কে অনুমতি দেয়া হয়েছে। জুলাই/২০১৭ এর মধ্যে বর্জ্য অপসারণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগ/শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সভা করে আসন্ন ঈদুল আযহা/২০১৭ এর কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ চূড়ান্ত করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	১। চেক লিষ্ট এর সময়সূচী এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩/৪/১৭ খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা যথারীতি দায়িত্ব পালন করবে। ২। ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ কর্তৃক কোরবানীর ঈদের ১৫দিন পূর্বে চাহিদাকৃত মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক জুলাই/২০১৭ এর মধ্যে সভা আহবান করে বিগত বৎসরের ন্যায় প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	• সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
০৬.	বিবিধ (১) ডিএনসিসি'র পরিচালনাধীন রায়ের বাজার কবরস্থানে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের বেওয়ারিশ লাশ দাফন প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি'র পরিচালনাধীন রায়ের বাজার কবরস্থানে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের বেওয়ারিশ লাশ দাফন করার বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনরে জুরাইন কবরস্থানে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এর বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হতো। অত্র সভা অনুমোদন দিলে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের বেওয়ারিশ লাশ রায়ের বাজার কবরস্থানে দাফনের অনুমোদন দেয়া যায়। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এর বেওয়ারিশ লাশ রায়ের বাজার কবরস্থানে দাফনের বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কর্তৃক বেওয়ারিশ লাশ রায়ের বাজার কবরস্থানে একটি ব্লক নির্ধারণ পূর্বক দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৭.	বিবিধ (২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ অনুযায়ী তফসিলসহ খসড়া নিয়োগ বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৫/০৪/২০১৬ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৮.৩৬৪.১৫-৩১১ সংখ্যক স্মারকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে ১৮৫৮ টি পদ অস্থায়ী ভাবে সৃজন করা হয় এবং ২৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৮.৩৬৪.১৫-৬৮৪ নম্বর স্মারকে ০৪/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩৯৯ নং স্মারকের চাহিদা মতে তফসিলসহ খসড়া নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিগত ০৯/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪৬.২০৭.০১৮.১৮.০০.২৬৮.২০১৬-১২০০ নম্বর স্মারকে কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের বিগত ২৮/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৭০.০৪৭.০০.০০.১১৫.২০১১(অংশ-১)-৪০১ নম্বর স্মারকে প্রেরিত কার্যবিবরণীর ৩.০(ক) মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তফসিলসহ নিয়োগ বিধির খসড়া প্রেরণের জন্য এবং ২০/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৭০.০৪৭.০০.০০.১১৫.২০১১(অংশ-১)-৮৬৪ নম্বর স্মারকে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি প্রাপ্ত সাংগঠনিক কাঠামোর উপরে ভিত্তি করে কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমের ধরণ ও আনুসাঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি যুগোপযোগী খসড়া নিয়োগবিধি (তফসিল) প্রণয়ন করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত আদর্শ নমুনা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ দুই সিটি কর্পোরেশন থেকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক প্রাপ্ত খসড়া নিয়োগ বিধি সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি যুগোপযোগী পূর্নাঙ্গ নিয়োগ বিধি (তফসিলসহ) প্রনয়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উক্ত খসড়া নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগবিধিতে ৬৭ টি বিধি এবং ০৫ টি তফসিল রয়েছে। যা অত্র সভায় অনুমোদন পেলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর তফসিলসহ খসড়া নিয়োগবিধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	১। তফসিলসহ খসড়া নিয়োগবিধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। নতুন এলাকার সংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ বিধি সত্বর প্রণয়ন করতে হবে।	• সচিব
০৮.	বিবিধ-(৩) পশু জবাইয়ের স্থান, ঈমামদের নাম ও কসাইদের নাম হালনাগাদ প্রসঙ্গে। উপস্থাপনকারী-প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা	আসন্ন ঈদুল আযহা-২০১৭ উপলক্ষে পশু জবাইয়ের স্থান, ঈমামদের নাম ও কসাইদের নাম হাল নাগাদ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে তথ্য চাওয়া হয়। সে মোতাবেক কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে পশু জবাইয়ের স্থান, ঈমামদের নামের তালিকা ও কসাইদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়। ৫টি অঞ্চল হতে এ পর্যন্ত মোট ৫৪৯ টি পশু জবাইয়ের স্থান, ৫৯২ জন ঈমাম এবং ৫৬৬ জন কসাইয়ের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ওয়ার্ডে পশু জবাইয়ের স্থান নির্ধারন করা হলেও তার বিপরীতে ঈমাম ও কসাইয়ের নাম পাওয়া যায়নি। যে সকল ওয়ার্ডের ঈমাম ও কসাইদের নামের তালিকা এখনো অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপঃ • অঞ্চল-২ এর ওয়ার্ড নং-২,৩,৫,৬; • অঞ্চল-৩ এর ওয়ার্ড নং ১৮,১৯,২০,২২,২৪; • অঞ্চল-৪ এর ওয়ার্ড নং-১৪,১৩,১২,১০; • অঞ্চল-৫ এর ওয়ার্ড নং-২৮,২৯,৩০,৩১,৩৩।	(১) যে সকল ওয়ার্ড থেকে ঈমাম ও কসাইদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় নাই, সে সব ওয়ার্ডের ঈমাম এবং কসাইদের তালিকা ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিকট হতে লিখিতভাবে সংগ্রহ পূর্বক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে সম্পত্তি বিভাগে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) নির্ধারিত স্থান, ঈমাম ও কসাইদের নামের তালিকার বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে নিয়মিত সভাসহ ব্যাপক প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) • সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা। (২) • সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা। • সংশ্লিষ্ট সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা।

স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০৪.১৫ .- ৮৭৮

তারিখঃ ২৩/০৭/২০১৭খ্রি:

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১) সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং .....।
২) বিভাগীয় প্রধান (সকল) ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭) অফিস কপি।

২৩/০৭/১৭

(দুলাল কৃষ্ণ সাহা)
সচিব (যুগ্ম-সচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।